নাইট স্কুল

উৎপলকুমার বসু

ভূমিকা

গোল হয়ে বোস তোরা, আজকের নাইট ক্লাস অন্যরকম, সান্ডেলদের ছোট ছেলেটা এসছে
এই তুই এশ্চিস না এসিস নি, হাঃ হাঃ, শোনো কথা, বলে কিনা আমি এসিনি, কিন্তু তোর
কি আমি চিনি নে রে, আগরওয়ালাদের রোগা মেয়েটা আসবে না খবর পাঠিয়েছে, রোলকল
হবে, দু-মিনিটের মধ্যে, তারপর কলা আর পাঁউরুটি, তারপর আজকের বিশেষ অতিথি যিনি
কষ্ট করে এদ্দূর এশ্চেন । এখন বাথরুমে, তিনি কিছু বলবেন, তোরা গোল হয়ে বোস, কিন্তু
ঝগড়া করিসনি, এই বাড়ির মালিক বটকেষ্টবাবুর মা-র বড়ো অসুখ , দোতলার ঘরে রয়েছেন
চিৎকার-চেঁচামেচি শুনলে স্কুল বন্ধ করে দেবেন , না না , মা কিছু বলেন নি , বলেছেন
বটাবাবু , ওঁর ভাই গিরি নজর রাখছে , সে-ই গিয়ে দাদাকে লাগায় , চুকলি কাটে , আর
বাইরে , আমাদের সামনে , বড় বড় কথা , শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ , শিশুদের গড়তে হবে
আর ছাদের এই কোনাটুকু হপ্তায় তিনদিন , তা-ও সন্ধেবেলায় , ঘন্টাখানেকের জন্য ছেড়ে
দিতে ওনার বুক ফেটে যাচ্ছে , কলার খোসা এই ঝুড়িতে , পাঁউরুটির গোড়াসুদ্ধ খাবি ,
অনুপস্থিত পাঁচ উপস্থিত তের , এই সান্ডেল তোকে প্রেজেন্ট দোবো , না অ্যাবসেন্ট দোবো
আকাশের দিকে হাঁ ক'রে কী দেখছিস , মুখের নাল মোছ , ঐ যে উনি আসছেন , পঃ বঃ
শিক্ষা আধিকারিক (সহকারী) , সল্টলেকে বসেন , সোমেনবাবু , সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ ,
প্রোমোটেড আই.এ.এস. রিটায়ারের ছ-বছর , বেলেঘাটায় বাড়ি , মেয়ে দিল্লীতে , বিয়ে হয়ে
, ছেলে আসামের চা-বাগানে , নিজের বলতে এখন শুধু হাঁপানি আর আলসার আর ইউনিট
ট্রাস্টে কয়েক লাখ , মেডিক্লেম , আর শরৎ রচনাবলীর ডিউ ছ-টি কুপন , গিন্নির চোখের
ব্যারাম , আসুন , আসুন , এই মাঝের চেয়ারটায় , হ্যাঁ হ্যাঁ , বসুন , এই , এগিয়ে আয়
সার-কে এক গ্লাস জলে দে , না খেলেন , টেবিলে ঢাকা থাক , চা-টা ক্লাসের পরে হলে
অসুবিধা নেই তো , যদি চান তাহলে ক্লাস চলাকালীন

উনি বাঙালি নন

উনি লালা, অবোধ, বাঁকেবিহারী, ভরদ্বাজ, দ্বাদশবেদী, উনি নাহার (মানে নেহেরু, যুগ যুগ
জিও), উনি সাগর, উনি গিরি, উনি কেন্দুপাতা, উনি লোহিত, উনি হাতিসিং, উনি বাঘনখ
(আফজল-পূর্ব), উনি চিৎপাবন (গোখেল গোষ্ঠী, যুগ যুগ জিও), উনি রউনাক, উনি যাদব,
ঠাকুর, উনি নাম্বুদ্রি, উনি পটনায়েক

বস্তুত উনি বাঙালি ,

বা আরো বেশি , ফ্রম মাইমান্‌সিনহা , পূর্বপুরুষ ছিলেন পাহাড়ে বাঙাল , ভাগচাষী , বেগুনা
, সম্প্রতি উনিই যুক্তাক্ষর-বর্জিত সেই বিখ্যাত বইটি লিখেছেন , ওঁর স্ত্রীর পৌনঃপুনিক মন্ত
হক্কলের লাইগ্যা ভাইবা ভাইবা উনীরে বইখান্ লিখছেন , বই তো নয় যেন কাঁটা বেগুন ,
বেগুন , মাকড়া বেগুন , নকড়ি বেগুন , মক্তকেশী , আউশা , গোষ্ঠ (ওরফে মার্বেল) এ হ

গিয়ে দাদাভাইয়ের দেয়ালা , গলায় ঝুলছে আমলা-রাজনীতি ও সরকারী-তেজপাতার মালা

তা-ও লোকে বিশ্বাস করে না

বলে কণ্ঠী কোথায় , পার্টিকার্ড দেখা , পার্টিশনের আগে না পরে



- ১ -

পাখি তো গেল , আমিও গেলাম , ডাহুকবিলের শুকনো চড়ায় আমাদিগের অমনিতর হাঁটাহঁ
, গম্ভীর চাল , যেন জমিদারের মাসকাবারি , ঘরে যাচ্ছে , জামাইপোকা , কীটানুকীট , মাখে
বাছুর , নাকের সামনে কোঁচাটি ঝাড়া , মা-জননীর গুরুভক্তি , ষষ্ঠ অঙ্গে প্রাণাতিপাত , মান
ছিল , নিরামিষাশী পূর্ণিমাচাঁদ , ঝিঁঝির গান , স্বরবিতান , সন্ধে হল , সন্দেহ হয় , অনেকা
ঠিক একই রকম শুনতে লাগে , পাখি তো ওড়ে , নইলে কি আর ডানা-পালকে ফালতু বা
, জয় জগদীশ , আমায় দিয়ে মিথ্যে কেন কাদা ঘাঁটাও , এই উপমা আর উৎপ্রেক্ষা , নরো
তোমার চেয়েও বড় কবি , সবাই জানে , সবাই জানে কেবল দেখছি তুমি ছাড়া , উড়বে ক
পাখির মতো , নাকি শুধুই কাদায় কাদায় , পদ্মপাতায় টপকে যাবে , পোকামাকড় লেপ্টে খ
, কবি হয়েছেন , হা ভগবান



- ২ -

কতদিন পর দেখা - ভুলে গেছি আপনি না তুমি ক'রে
বলতাম - ঐ শকটের ভাঙা চাকাটিকে হেসে বলি -
কোথায় কোথায় না ঘুরেছি তোমার সঙ্গে - তাহলে তুমিই হোক ;
কুয়োর শুকনো পাড়ে শতছিন্ন দড়িটাকে সস্নেহে একত্র করি -
কতদিন তুমি যে আমার স্নানজল তুলে দিতে ; ও মৃৎকলস ,
সেই শৈশব থেকে তুমি এ-তৃষিতের বৃষ্টিমাতা হয়ে আছো ,
আজ ফাটল ধরেছে ; পুরনো বাড়ির চৌকাঠ পার হয়ে ঘরে ঢুকে
মনে হল ঐ দরজাকে আপনি-ই বলা ভালো -
কেননা আমার বাল্যের ছুটোছুটি শেষ হলে সে-ই তো রুদ্ধ হত
প্রতি সন্ধ্যা , সশব্দে ও আশঙ্কায় । তাকে আজো ভয় করি ।
আর সে-ও কি আমাকে , অন্তত কিছুটা , অবিশ্বাস না ক'রে পারছে ?



- ৩ -

কিন্তু আমি হায় , লিখতে বসেছি নস্টালজিয়া নিয়ে । নিকটস্মৃতি সব সময়ই দূর স্মৃতিকে
অবজ্ঞা করে । নিকটস্মৃতি যেন খোদিত পাথর যা সময়ে ধুয়ে যাবে না । কুয়াশা মুছে ফেলে
তার অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই পড়া যাবে । কেউ-না-কেউ পড়ে ফেলবে । আজ অথবা কাল । কি
তৃতীয় দিন থেকে খেলা দূর স্মৃতির নিয়ন্ত্রণে । 'বেয়াল্লিশ বছর আগে' - হাওড়া স্টেশনে
গনেশ নন্দী সেদিন আমার পিঠে হাত রেখে বলেন - 'আমাদের পূর্ণ সিনেমা ব্রাঞ্চে আপনি
অ্যাকাউন্ট খুলতে এসেছিলেন । চাগ্‌রির প্রথম চেক । তিনশ একুশ টাকা সত্তর পয়সা । না

সি দুই চার নয় সাত । সেভিংস । মনে পড়ে ? আমি চমকে উঠি । না ,কিছুই মনে পড়ে
। ঐ স্মৃতি পাথরে-খোদাই অক্ষর । হয়ত পাহাড়ের মাথায় । জঙ্গলে ঢাকা । গরুছাগল চরে
কোনো রাখালদাস একদিন নিশ্চয়ই , আমার দিক থেকে উঠে , এক-দুপুরের রোদেই সবটা
ফেলবেন । আজ হাওড়া স্টেশনপ্রান্তিক আমার বিমূঢ়তা গনেশবাবুর (রিটায়ারের পর ,
চন্দননগরে , গঙ্গার ধারেই , ছোট দোতলা বাড়ি , ছাদ ঢালাইটুকু বাকি আছে , চলে আসু
না একদিন) অসীম আত্মতৃপ্তির কারন হয় । 'গানবাজনা চলছে তো' - তিনি মৃতি-বিনোদ
আরেকটু এগিয়ে যান । - 'না না , আপনি তো লেখালেখি করতেন , আমার ছোট শালারও
ও-বদভ্যেসটা ছিল , তারাশঙ্করবাবুর জামাইকে চিনত , সেবার হল কি......'

আমি , লাফ দিয়ে , জেটিতে সদ্যসাঁটা লঞ্চে উঠে পড়ি ।

ঐ দিকে বাবুঘাট ।



- ৪ -

নেমেছে, সর্বত্র বৃষ্টি, সাংসদ কৃষ্ণকান্তবাবু, তাঁর ডান হাত, একান্ত সচিব, তমাল, ছাতা হাতে
নেমেছে স্কুলের মাঠে, আসন্ন নির্বাচন , আজ ভোটসভা , মঞ্চের উপরে ত্রিপল , বাহান্নোটা
পোস্টার , প্রতীক ছাঁকনি , এক বালতি গঁদ , কোথায় সাঁটবে , বেনু জানে (কোন বেনু) ,
হাতকাটা , বাজারের ছেলে , বাপ ছিল মাছের হাওলাদার , জ্যাঠা হারামীর হাতবাক্স ,
বিষয়-সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে , বেনু মাকে নিয়ে (বিধবা) পথবাসী , আর সময় পেলে না গ
আকাশ উপুড় বৃষ্টি , এই জল কোথায় গড়াবে , বিরোধী পক্ষের ঢলানি হাসি , যত কেন
(কেন্দ্রীয়) মন্ত্রীকে আনাও , হেলিপ্যাডে আধ হাঁটু , ম্যা গো , বৃষ্টিতে রিলিফ , খরায় অনুদ
, সম্বৎসর , উচ্চচাপ-নিম্নচাপের রাজনীতি , প্যার হো গিয়া , নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা , (আর
কখনো কবে) , ওফ্ , ভাবা যায় না , কৃষ্ণ কাদায় , তমাল ছাতায় , শ্রীরাধা প্রচারভ্যানে ,
ক্রমবিকাশ , এ্যাঁ



- ৫ -

ইধর আও ভজনলালা , দেখো ইয়ে ক্যা হ্যায় , সত্যিই কাদার উপর প্রায় ছ-ইঞ্চি , চওড়ায়
সাড়ে তিন , আপনাদের আগেই বলেছি , জায়গাটা আইডিয়াল , জল আছে , ঘন বন আছে
ওয়াচ-টাওয়ারে কেউ ছিল কি , মনে পড়ে না , অফিসে গিয়ে ডিউটি লিস্ট দেখতে হবে ,
দেখুন দেখুন, একটা নয় দুটো, জোড়া, মেয়েমদ্দা, কাল বৃষ্টি হয়েছিল বলেই এমনটি ফ্রেশ
পাওয়া গেল , খেলা করছিল , ওরা দু-জন , মেয়ে বুঝলেন কি করে , ও আমরা পাঞ্জা দে
বুঝতে পারি , যদি না গর্ভবতী হয় , তাহলে হবে ব্যাটাছেলেদের মতন , চলুন , জীপে ফি
যাই , সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে , এবার কি তাহলে ওঁদের জল খাওয়ার সময় , না , না
এই কুন্ডে আসার লাইন আছে প্রথম আসবে হরিণ , তারপর আরো ছোটোখাটো জানোয়ার
তারপর বনশুয়োর উইথ ফ্যামিলি , তারপর বাইসন , তারপর মানুষখেকোরা , জঙ্গলের মস্ত
আগে ফেউ ডাকবে , গাছের ডালে ডালে বাঁদর-হনুমানদের ঝটপটানি সুরু হবে , পাখি উড়
অন্ধকার আকাশে , এই ভজন , শালে উল্লু , ইসকো কভার করো , বড়কা পাত্তি লে আও
আচ্ছাসে মার্ক লাগাও , তিনমাস ব্যাটাদের খুঁজছি , এই রেঞ্জেই আছে , মানে এসে পড়েছে
এদিকে প্রকল্পের রিপোর্ট পাঠানোর সময় হয়ে গেল , কাল ডি. এফ. ও. সদর থেকে এসে গে
ভাল হয় , স্বচক্ষে দেখে যাবেন , ভাগ্যিস অসময়ে বৃষ্টিটা হল , ফ্রেশ , একেবারে টাটকা ,
সেবার ডালটনগঞ্জে , শীতের শেষ দিকটায় , হল কি আমার বড় মেয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা

তখন



- ৬ -

ওদের বংশোদ্ভুত ছেলেমেয়েদের কাছে
আমি যথেষ্ট স্নেহের সঙ্গে দাবী ক'রে থাকি -
দ্যাখো দিকি একটু কেয়াজল এনে দিতে পারো কিনা ?
আর কামাখ্যার সেই পুরনো জাঁতিটা ?

ওরা আরো আনে
পান পাতা , কচ্ছি চুন আর কোঙ্কনের সবুজ সুপুরি -
আমি তপ্ত বালির উপর অজস্র
ধূসর গর্দভ দেখি যারা
রৌদ্রে শুধু পাক খাচ্ছে , সাদা বড় বড়
সৈন্ধব লবণের চাঙড়ে রাখছে মুখ
নুন চাটছে -

চাষ বহুদূরে ।



- ৭ -

আজকে আমার খুবই ঠান্ডা লাগছে - এদিকে ভার্গব
লণ্ঠনচোরদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত , বাজার
কখন হবে ঠিক সেই , ভাঙা কলসীর টুকরোগুলি
পলাশ গাছের নীচে পড়ে আছে , হাটবারে এবারো একটা
নতুন জলের পাত্র কেনা চাই - হয়ত স্বয়ং
যাব - কিন্তু আজ , এ-মুহূর্তে , আমার
অস্বাভাবিক শীত করছে -
তপ্ত বালি-কাঁকড়ের স্তরে জীবাশ্মের মতো
শুয়ে থাকলে ভাল লাগত
অন্তত একটা কিছু ব'লে তো আমাকে , লক্ষ বছর পরে , চেনা যেত ,
ভুল করা যেত কুকুর বেড়াল ব'লে
নামহীন পশুহাড় ব'লে -
মানুষের ভালমন্দ কিছুই আমাকে আর স্পর্শ করত না ;
এইসব ভাবনায় চলে গেল শীত । জ্বর ছেড়ে গেল ।
আবার অপেক্ষা ।



- ৮ -

আমার ভিতরে আবারো সে-প্রবণতা জেগে উঠেছে যে আমাকে ক্রমাগত পাতার ভিতর পাত

হয়ে মিশে থাকতে বলে - আর কিছু নয় - কোনো ফুল নয় , ফল নয় , শাখায় শাখায় লঘু
পায়ে ভ্রাম্যমান পাখিটুকু নয় - শুধু পাতা , ত-ও দূরত্বে মলিন - যার সময় বড়ই অল্প -
যাকে আর কিছু পরে দেখাও যাবে না । সেই মতো ।



- ৯ -

এই যে প্রচন্ড বায়ুর স্রোতে , বোধবুদ্ধিহীন প্রখর রৌদ্রে , আমি জন্মে উঠছি আর হেঁকে বলছি , 'তোমাকেই ভালোবাসি , শুধু তোমাকেই ,' এর সত্যতা কারা-বা প্রমান করবে আজকের বাতাস , রোদ্দুর আর রাত-পার-হয়ে আসা মোহনার জলটুকু ছাড়া

- সাক্ষ্যব্যতীত কেউ কি বাঁচতে পারে ?



- ১০ -

আমার ব্যবসা ছিল কাচ নিয়ে , আয়নার ভাঙা টুকরো নিয়ে ,
ওসব কাপড়ে মুড়ে যে বিশাল চন্দ্রাতপ বানিয়েছি সে-টি আজ
আকাশের মুখোমুখি , মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে , সন্ধে হয়ে এল ,
গায়ে তার নক্ষত্র ফুটেছে , আমি যেন সিংহরাশির ছায়া দেখি ফেলি ,
দেখি শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখ , দেখি ইডেন উদ্যান , দেখি রাজভবনের সিঁড়ি ,
ঐ ত্রিপলে গড়িয়ে পড়ছে বেকারত্ব , দোকানের লাইসেন্স , তপনের শালীর গান ,
আমার ব্যবসা টলে , পাক খায় , উড়ে যেতে চায় - এমনি সৃষ্টিছাড়া ।



- ১১ -

ঢালে মাটি , ঢালে বালি-কাঁকরের থান , খড়িগুঁড়ো ,
ক্রমাগত অগ্নিপ্রপাতে ঢালে মিশ্র ধাতু , অম্লজান , উদজান ,
স্থিতিস্থাপকতা ঢালে , রঙতামাসাও ঢালে - তবে মাপ বুঝে ,
এরাই নরকবাসী , এদের সহস্র জন্ম , মৃত্যু তা-ও অগণন
যেহেতু এদের দূর থেকে গান-গাওয়া , সুরে ও বেসুরে , ঠেকা-দেওয়া ,
হারমোনিয়াম বাক্স থেকে বের-করা , ধুলো-ঝাড়া , আমরা চো
দেখেও দেখি না - পাছে ভয় পাই , যদি চমকে উঠি , যদি
বুঝে ফেলি এরাই সে-দেবদূত যারা ঢেলে দেয়
মরুদ্যান , ঢালে গ্রহ ও নক্ষত্র , ঢালে মেঘ ও ইন্দ্রিয়বোধ ।



- ১২ -

এসেছে অদ্ভুত প্রেম । বলে : আমি রায়বাড়ি থেকে
দৌড়তে দৌড়তে আসছি । বলে : আমি একা নই ,
কয়েকজন ভাবানুষঙ্গে আছে ।

দেখি তারা পিছু পিছু
ছুটে আসছে জলস্রোত , প্লাস্টিকের ঘটি-বালতি ,
ভাসিয়ে আনছে কাঠ , দগ্ধ বাঁশ , যেন
মনে হল দু-একটি মানুষও ভাসছে জলে ,
আধপোড়া , মরে গেছে যেন -

তাহলে কি ও-বাড়ির আগুন নেভেনি আজো ?